বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল্ কোম্পানী লিমিটেড (বিএসসিসিএল) এর বিগত ০৩ (তিন) বছরের কার্যক্রম ও অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন ঃ

বর্তমানে সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি খাতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক 'ভিশন ২০২১' পরিকল্পনার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ একটি আধুনিক টেলিনেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল্ কোম্পানী লিমিটেড (বিএসসিসিএল) দেশের একমাত্র সাবমেরিন কেবল্ নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করে থাকে, যে সাবমেরিন কেবল্ ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল অবকাঠামো হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বিগত ০৩ (তিন) বছরে বিএসসিসিএল এর কার্যক্রম ও অগ্রগতি :

১। ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইড্থ মূল্য হ্রাসকরণ:

ভিশন ২০২১ এর দিকে লক্ষ্য রেখে এবং অধিকতর ব্যবহার ও সর্বসাধারণের সামর্থের মধ্যে আনার লক্ষ্যে ২০০৯ সালের আগষ্ট মাসে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ চার্জ সাবমেরিন কেবলের ক্ষেত্রে (Wet segment-এ) ১০% কমানো হয়েছে এবং ২০১১ সালের জানুয়ারী মাসে পুনঃরায় ১০% কমানো হয়েছে। এই চার্জ আরও ১০% কমানোর বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে।

২। ব্যান্ডউইড্থ বৃদ্ধি:

২০০৬ সালের শুরুতে দেশের ব্যান্ডউইড্থ ক্যাপাসিটি যেখানে ৭.৫ (সাত দশমিক পাঁচ) Gbps ছিল, তা এখন ৪৪.৬ (চুয়ালিশ দশমিক ছয়) Gbps এ উন্নীত হয়েছে। কর্নসোর্টিয়ামের সদস্য দেশ হিসেবে কোন বিনিয়োগ ছাড়াই উপরোক্ত ব্যান্ডউইডথ্ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। ব্যান্ডউইড্থ এর ব্যবহার ঃ

বর্তমান সরকারের আমলে ব্যান্ডউইড্থের ব্যবহার ৭.৫ Gbps হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২২ Gbps অতিক্রম করেছে। আন্তর্জাতিক সার্কিট বৃদ্ধি, ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সম্প্রসারণের কারণে ব্যান্ডউইড্থ এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। আপগ্রেড#৩ এ অংশগ্রহণ ঃ

ভবিষ্যতে দেশের ব্যান্ডউইড্থ চাহিদা সামনে রেখে বিএসসিসিএল সরকারের অনুমতিক্রমে কনসোর্টিয়ামের আপগ্রেড#৩ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অতিরিক্ত 4 million MIU*Km ক্যাপাসিটি আনয়নের ব্যবস্থা করেছে। গত ৩রা এপ্রিল ২০১১ তারিখে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত Upgradation প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন। ইতিমধ্যে বিএসসিসিএল আপগ্রেড#৩ তে অংশগ্রহণ করার জন্য ৫০ কোটি টাকা নিজস্ব তহবিল হতে SEA-ME-WE-4 কনসোর্টিয়াম কে প্রদান করেছে। এর ফলে ব্যান্ডউইড্থের পরিমান ২০১২ সালের মে মাস নাগাদ ৪৪.৬০ Gbps হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬০ Gbps এ পৌঁছাবে।

৫। বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল্ কোম্পানীর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি :

সাবমেরিন কেবল্ কোম্পানী ব্যবসায়িক কার্যক্রমের শুরু থেকেই একটি লাভজনক কোম্পানী হিসাবে আর্বিভূত হয়েছে এবং প্রতি বছরই মূনাফার পরিমান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গত ৩ বছরে যে নীট মুনাফা অর্জন করেছে তার চিত্র নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

অর্থ বছর	**নীট লাভ**
২০০৮-২০০৯	১১.৫ কোটি টাকা
২০০৯-২০১০	৩৪.৫ কোটি টাকা
২০১০-২০১১	৫৪.৫ কোটি টাকা

৬। শেয়ার বাজারে অনুঃপ্রবেশ ঃ

সরকারের নির্দেশক্রমে শেয়ার বাজারে ভালমানের শেয়ার সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএসসিসিএল শেয়ার বাজারে প্রবেশের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে এবং এ জন্য সরকারের ঘোষিত সময়ের মধ্যে গত ২৫শে আগষ্ট ২০১১ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনে (SEC) জমা দেয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠান হিসাবে অচিরেই বিএসসিসিএল শেয়ার বাজারে অনুঃপ্রবেশ করবে।

৭। Co-location Center স্থাপন ঃ

সাবমেরিন কেবল্ ব্যান্ডউইডথ্ সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে কক্সবাজার সাবমেরিন কেবল্ ল্যান্ডিং স্টেশনের একটি Co-location Center স্থাপন করা হয়েছে। আগ্রহী লাইসেন্স ধারী Service Provider গণ উক্ত Co-location Center এর সাথে সংযুক্ত হয়ে সাবমেরিন কেবল্ ব্যান্ডউইডথ্ সার্ভিস বিতরণ করতে পারবে।